দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 MAR 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৪৬

শিক্ষাঙ্গনে

ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা ঃ সমাধান কি ?

ফজিলাতুন্ নেসা

দিন গড়িয়ে মাস—মাসের পরে বছর। পুরাতনের বিদায়ের সাথে সাথে নতুনের আগমন। নতুন বর্ষ, নতুন ছাত্র, নতুন ভর্তি শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে। কিন্তু নগরবাসী সন্তানদের জন্য কারো ভাবার সময় আছে কি?

যে শিশুটি পৃথিবীর বিচিত্র রূপ দেখতে জন্ম নিল সে কিন্তু সমস্যা নিয়ে এল তার সাথে। শিশুটি কথা না বলা পর্যন্ত বাবা-মার চিন্তা, বাচ্চা ঠিকমত কথা বলছে কি-না সেটাও চিন্তার বিষয়। অতঃপর আধো আধো বোলে যখন শিশুটি মার গলা জড়িয়ে শব্দের জগতের সাথে পরিচিত হয় তখন মা নিশ্চন্ত হয়ে মধুর হাসি হাসেন। ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে ৪ বৎসর অতিক্রম করলেই তার আসল সমস্যা শুরু হয়। সেটা হলো স্কুলে ভর্তি সমস্যা। অবশ্য বাবা-মার ট্যাকে জোর থাকলে যে কোন একটি ভাল টিউটোরিয়াল বা কিণ্ডার গার্টেনে বাচ্চাকে ভর্তি করাতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু বিত্তহীনদেরই যত সব যন্ত্রণা। তারা হন্যে হয়ে খোঁজেন কোথায় কোন ফ্রি স্কুল জন্ম নিল এবং কোথায় তাদের শিশুরা বিনা বেতনে ভাল পড়াশোনা করতে পারবে। ভাল একটি স্কুলে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে প্রত্যেক বাবা-মারই সাধ। কিন্তু বিপদ তো ওখানেই। বাচ্চাকে ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে বাসায় পড়াতে হবে, প্রয়োজন মাফিক প্রস্তুত করতে হবে, স্মার্ট বানাতে হবে, জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যেন সে হতে পারে অপরাজিত সৈনিক। শরীরের গঠন, স্মৃতিশক্তি, ধারণক্ষমতা প্রত্যেকের একরকম থাকে না। কিন্তু নগরবাসী সন্তানদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে হলে প্রতিযোগিতায় একের চেয়ে অন্যের ওসব গুণাবলী বেশী বেশী থাকতে হবে। নতুবা সে উপস্থিত বুদ্ধি পরীক্ষার ছাকনীর তলা দিয়ে গলে পড়ে যাবে নীচে।

নগরবাসী শিশুরা যে আজকাল এমন ডেঁপো হয়ে যাচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হয়তোবা তা ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির ফলশ্রুতি। থ্রি বাচ্চাকে দশম মানের, সিকস্-সেভেনের বাচ্চাদের কলেজ মানের প্রশ্নে যাচাই করা হয়। সবাই তো আদি মানব, অসীম ধী-শক্তির অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্মায় না। অগত্যা নোটিশ বোর্ড। অপেক্ষা করুন। সময় ও সুযোগ হলে ভর্তি করা যাবে কিন্তু সরাজীবনের জন্য তো বাচ্চাকে আর ওয়েটিং লিষ্টে রাখা যাবে না। তাহলে? আবারও ট্যাকের জোর। ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে ভাল ডোনেশন দিতে হবে। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর? অবশ্য এসব কথা প্রযোজ্য কেবল গুটি কয়েক স্কুলের জন্য। আবার এমন সব স্কুল ও দেখা যায় যেখানে ছাত্র-ভর্তির কোন চাপ নেই। সারা বছর মুদীর দোকান খোলা রাখতেই হয় অর্থাৎ বাচ্চা ভর্তি করানো হয়।

অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার দিনদিন কেন কমে যাচ্ছে সম্ভবতঃ তার কারণ সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়। বিশেষ করে ছেলেদের স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা খাতায় মোট সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) আশ্চর্য রকম বেশী। অথচ উপস্থিতির হার নগণ্য। কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির দ্বারা ছাত্র হাজিরা খাতা পুরণ না করে, কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বেকার লোকের চাকরির সুরাহা না করে বিদ্যালয়সমূহে পড়াশুনার চাপ বৃদ্ধি আদব-কায়দা, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশিক্ষণ দিতে পারলে সম্ভবতঃ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার কিছুটা বৃদ্ধি করা যায়। বিদ্যার আলয় যেমন হবে ত্রুটিমুক্ত, তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ৩য় থেকে ১০ম পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীতে ম্যাপের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

শিশু নিজ ঘরের অবস্থান থেকে পৃথিবীতে নিজের জায়গা সম্বন্ধে যেন সচেতন হয়ে সার্থক নাগরিক হতে পারে। বর্তমান চাকরির বিধি-নিষেধের কড়াকড়িতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ কিছুটা সীমারেখা থাকে। সমস্যা সঙ্কুল বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান কিছুটা আমাদেরই হাতে। স্কুল শুরু করার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার কাজে কিছুটা ব্যবহার করা যায়। কাগজের টুকরা, পাথরের কুচি, জলপাইর বিচি, চিনা বাদামের খোসা পরিষ্কার করার কাজে প্রতিটি শ্রেণী ক্যাপ্টেনদের দায়িত্ব দেয়া যায়। বাচ্চাদের ছোট থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বোধ ধাতস্থ করে দিলে পরবর্তী পর্যায়ে তারা অপরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনে অনভ্যস্ত হবে। অন্যের উপরে যত কম নির্ভর করা যায় ততই মঙ্গল।

আবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ভর্তি পরীক্ষার পরেই আসে এসএসসি পরীক্ষা। এত বাছাইর পরে ১০টি বছর পড়াশুনা করে যে নগরবাসী ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিতে বসলো তখনও কি তাদের সাথে কম বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়? পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রী পাস দিতে পারবে না, ইন্সট্রুমেন্ট বক্স, কালির বাক্সটি পর্যন্ত ১০ বার পরীক্ষা করা হয়। প্রশ্ন না বুঝলে একাধিকবার তাদের জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা নেই। পরবর্তীতে খাতাগুলো তাদের কোথায় চলে যায়? কে পরীক্ষা করে? সেখানে কতখানি সহানুভূতি দেখানো হয় তাদের প্রতি? কেন এমন কঠোরতা? সম্ভবতঃ উত্তরগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) নগরবাসী সন্তানেরা নগরে বাস করে ছানা, মাখন, ডিম, মাছ, সরের মোটা অংশ খেয়ে ফেলে।

(২) মরণ ঝুঁকি হলেও বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ১০ মাইল ঝুলতে ঝুলতে অভিজ্ঞ টিচারের কাছে পড়ার সুযোগ পায়।

(৩) বাবা-মা প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ না করতে পারলেও সময়মত সাজেশন পাওয়া যায়।

(৪) রাস্তা-ঘাটে অনবরত ককটেল, বোমাবাজী, দুর্ঘটনায় আহত, নিহত হওয়ার ঝুঁকি থাকলেও লেখাপড়ার সুন্দর সুযোগ তারা কেড়ে নেয়।

(৫) 'মা আসি' বলে স্কুলে রওয়ানা হয়ে বিকলাঙ্গ বা লাশ হয়ে ফিরে আসার ঝুঁকি থাকলেও শহরে থাকার সুযোগ পায়।

অথচ এসএসসি পরীক্ষার সময় কিছু শহরে ছাত্রের মফস্বলে এসএসসি পরীক্ষার 'লোকমা' দিতে যাওয়ার ব্যাধি নতুন কিছু নয়। মফস্বলে কোন কোন জায়গায় মাইক দিয়ে প্রশ্নপত্রের উত্তর ধারাবাহিকভাবে বলে দেয়ার কাহিনীও শোনা যায়। এই যদি বিধি হয় তবে এসএসসি'র পরবর্তীকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে চরম হতাশা আর দুশ্চিন্তা বিরাজ করে তার মোকাবিলা করে নতুন জীবনে পদার্পণ করার উপায় কি? আজকাল কোন কলেজই ১ম বিভাগ ছাড়া ভর্তি করতে চাচ্ছে না। সবাই ভাল ছাত্র ভর্তি করাতে আগ্রহী। নকল করার সুযোগ পেয়ে ভাল ফল নিয়ে কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রশংসা কুড়াবে আর ধৈর্যের পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ নগরবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা ১ম বিভাগ না পেয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? নকলবাজরা লিখিত পরীক্ষায় ভাল করলেও মৌখিক পরীক্ষায় বেশীর ভাগ লোকেই বাদ পড়ে যায়— এ সান্ত্বনা বাক্য নগরের ছেলে-মেয়েরা আজকাল আর মানতে রাজী নয়। সার্টিফিকেটের দাম সব জায়গায় ঠিকই থাকে। সাধুবাদে কিছু যায় আসে না। তাইতো কেন্দ্র পরিবর্তনের হিড়িক আজকাল শহরেই বেশী। সুতরাং সন্তানদের অভিশপ্ত জীবন থেকে রেহাই দেয়ার জন্য দেশের সচেতন নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা উচিত। দেশের ক্রমবর্ধমান ভর্তি সমস্যার একটা সুষ্ঠু সুরাহা হওয়ার জন্য একান্ত দরকার।